২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রকল্পের শিরোনাম: "ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম (এনআরপি): ডিডিএম অংশ"।
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩৬১৯.৩২ লক্ষ টাকা। [প্র: সা: ৩২৬০.৯৪ লক্ষ টাকা এবং জিওবি: ৩৫৮.৩৮ লক্ষ টাকা]
বাস্তবায়নকাল: প্রকল্প মেয়াদ: জানুয়ারী ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত।

টেকসই উন্নয়নের জন্য দুর্যোগ সহনশীলতার (রেজিলিয়েন্স) গুরুত্ব অনুধাবন করে ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম (এনআরপি) শীর্ষক একটি সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। চারটি মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে এই কর্মসূচির আওতায় প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক, জেন্ডার রেসপন্সিভ এবং ঝুঁকি অবহিতিমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কৌশল ও টুলস উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য।

ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম (এনআরপি): ডিডিএম অংশের উদ্দেশ্য:

- দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন ও সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন মনিটরিং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অ্যাডভোকেসী করা;
- প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক ও জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় পুনঃপুনঃ ঘটে এমন এবং বড় মাত্রার দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য কার্যক্রমের মাধ্যমে জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি (উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ);
- দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় পর্যায়ে জনগোষ্ঠীর প্রস্তুতি, সাড়াদান ও পুনরুদ্ধারের দক্ষতা বৃদ্ধি।

২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে প্রকল্পের অগ্রগতি:

সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন ও সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন মনিটরিং সিস্টেম গঠন:

"ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম (এনআরপি): ডিডিএম অংশ" প্রকল্প দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন ও সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন মনিটরিং ও রিপোর্টিং সিস্টেম গঠনে সহযোগিতা করছে। প্রতিবেদন সময়কালে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন ও সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন মনিটরিং বিষয়ক কারিগরি দিক নির্দেশনা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এ সংক্রান্ত কারিগরি কমিটিকে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়। সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়নের মিড-টার্ম রিভিউ-এর জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে রোডম্যাপ প্রণয়নসহ ও তথ্য সংগ্রহে সহযোগিতা প্রদান করা হয়। এছাড়াও সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক মনিটরে লক্ষ্য অনুযায়ী তথ্য আপলোডের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সন্নিবেশকরণে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করা হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ২৫ জন স্টাফদের ''সেন্দাই কর্মকাঠামো বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও রিপোর্টিং'' বিষয়ে প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়। এপর্যন্ত সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক মনিটরিং ও রিপোর্টিং সিস্টেম প্রতিষ্ঠা এবং রিপোর্টিং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কাস্টমাইজড মনিটরিং ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সংসদীয় কমিটি অংশগ্রহণে ১টি সেমিনার এবং ২ টি কর্মশালা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রায় ৩০০ জনকে এবিষয়ে অবহিত করা হয়েছে।

এছাড়াও সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক মনিটরে লক্ষ্য অনুযায়ী তথ্য আপলোডের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সন্নিবেশকরণে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করা হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত ১৯৭০ হতে ২০২০ সালের বিভিন্ন দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও সমন্বয় করে উক্ত তথ্য ভেলিডেশনের মাধ্যমে সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক মনিটরে আপলোড করা হয়।

মহাপরিচালক, ডিডিএম মহোদয়ের উপস্থিতিতে সেন্দাই কর্মকাঠামো বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও রিপোর্টিং'' বিষয়; প্রশিক্ষন

সেন্দাই কর্মকাঠামো রিপোর্টিং-এ বাংলাদেশ অপেক্ষাকৃত ভালো অবস্থানে আছে

প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক, জেন্ডার রেসপন্সিভ এবং ঝুঁকি অবহিতিমূলক জাতীয় নীতিমালা ও স্ট্রাটেজি প্রণয়ণ ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা:

প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচির আওতায় এসওডি ২০১৯ এর আলোকে স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দয়িত্ব ও কর্তব্য সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত প্রকাশনা ও প্রচারনা করা হয়। জাতীয় রিকভারি স্ট্র্যাটেজি (খসড়া) প্রণয়নে সহযোগিতা করা হয়।
২০২১ সালের ১৩ অক্টোবর ছিল আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবসে 'দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে, কাজ করি এক সাথে'- এই প্রতিপাদ্যকে নিয়ে দিনটি উদযাপন করা হয়। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে দুর্যোগ সহনশীল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকারের ভূমিকা সংক্রান্ত ("দুর্যোগ সহনশীল বাংলাদেশ বিনির্মাণে শেখ হাসিনা" শীর্ষক প্রকাশনা) প্রকাশনা ও প্রচার মাধ্যমে উপস্থাপনে সহযোগিতা প্রদান করা হয়।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে জিপিডিআরআর এ অংশগ্রহণ ও বাংলাদেশের অবস্থান উপস্থাপনে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি Disaster Response Exercise and Exchange (DREE) এবং COP 26 সম্মেলনে অংশগ্রহণ প্রস্তুতিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করা হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের NEOC প্রতিষ্ঠা বিষয়ক সভায় সংশ্লিষ্ট ধারনা পত্র, জাতীয় পর্যায়ে সেমিনারে এসডিজি অর্জনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অবদান তুলে ধরতে এবং জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক নীতিমালা পর্যালোচনা ও সংশোধনে এ কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে 'ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)'র ৫০ বছরে পদার্পণ ও আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে 'দুর্যোগ সহনশীল বাংলাদেশ বিনির্মাণে শেখ হাসিনা' শীর্ষক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন (বুধবার, ১৩ অক্টোবর ২০২১)।-পিআইডি

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়, সচিব মহোদয়, প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব) এনআরপি: ডিডিএম ও অন্যান্যদের অংশগ্রহণে জিপিডিআরআর' এ অংশগ্রহণপূর্ব প্রস্তুতিমূলক সভা

ফ্লাড প্রিপায়ার্ডনেস প্রোগ্রাম (FPP):

ফ্লাড প্রিপেয়ার্ডনেস প্রোগ্রামে পানির নিমজ্জন মাত্রার ভিত্তিতে বন্যার আগাম সতর্কবার্তা প্রচারের জন্য সংকেত (লাল ও হলুদ রং এর পতাকা) পাইলটিং এর জন্য তৈরী করা হয়। এর আওতায় ডাইনামিক ফ্লাড রিস্ক মডেল হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পতাকার মাধ্যমে বন্যা সতর্কবার্তা ও সংকেত প্রচার করা হয় কুড়িগ্রাম ও জামালপুরের ৬টি ইউনিয়নে। এর ফলশ্রুতিতে বন্যা সতর্কবার্তা সহজে মানুষের দোরগোড়ায় পৌছানো সম্ভব হয়। এই মডেলটি প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য FFWC, BMD ও অন্যান্য পার্টনারদের কনসালটেশন করা হয়। প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবকদের বন্যার প্রস্তুতি ও মোকাবিলায় সতর্কবার্তা প্রচারের জন্য সহায়ক হালকা উদ্ধার ও সন্ধান সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

সাম্প্রতিক বন্যার (২০২২) পরিপ্রেক্ষিতে ফ্লাড প্রিপেয়ার্ডনেস প্রোগ্রামের পানির নিমজ্জন মাত্রার ভিত্তিতে বন্যার আগাম সতর্কবার্তা মডেল (ডিএফআরএম) মাঠ পর্যায়ে যাচাই করা হয়েছে। বন্যার সতর্কবার্তা প্রচার, উদ্ধার, সাড়াদান ও বন্যা সংক্রান্ত তথ্য প্রদানে সহযোগিতা করেছে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবকগণ ও বিভিন্ন পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি'র সদস্য। উল্লেখ্য যে, কুড়িগ্রাম ও জামালপুরে FPP এর আওতায় জেন্ডার রেসপন্সিভ ও প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক আগাম সতর্ক বার্তা প্রচার ও বন্যা প্রস্তুতির জন্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ১৪৪০ স্বেচ্ছাসেবক তৈরি করা হয়েছে।

কুড়িগ্রামে বন্যা প্রস্তুতি স্বেচ্ছাসেবকদের ২০২২ সালের বন্যায় উদ্ধার তৎপরতা	এনআরপি'র উদ্যোগে বন্যা প্রস্তুতি স্বেচ্ছাসেবকদের মাঝে উদ্ধার সামগ্রী বিতরণ

ভূমিকম্পের কার্যকর প্রস্তুতির মডেল

প্রশিক্ষিত নগর স্বেচ্ছাসেবকরা জেলা পরিষদের সহায়ক হিসেবে রাঙামাটি পৌরসভায় ভূমিধস হতে জানমাল রক্ষার্থে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠিকে পূর্বাভাস প্রদান ও নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে সহযোগিতা প্রদান করে। টাংগাইল, রাঙ্গামাটি ও সুনামগঞ্জ, পৌরসভায় এবং রংপুর সিটি কর্পোরেশনের প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবকরা বিভিন্ন সামাজিক সচেতনা বৃদ্ধিমূলক কাজ করে ও পৌরসভাকে পরিবেশ রক্ষা কাজে সহযোগিতা প্রদান করে। কোভিড-১৯ এর ২য় ঢেউ মোকাবিলায় গণ জমায়েত স্থানসমূহ যেমন: বাজার, পশুর হাট, মসজিদ ও পাড়া মহল্লায় প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবকরা গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম (মাইকিং, লিফলেট/পোস্টার, মাস্ক ও ফেসশিল্ড বিতরণ) গ্রহণ করে। ফায়ার সার্ভিস সপ্তাহ ২০২১ উদযাপন উপলক্ষে টাংগাইল, রাঙ্গামাটি ও সুনামগঞ্জ, পৌরসভায় এবং রংপুর সিটি কর্পোরেশনে এনআরপি প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ সক্রিয় অংশগ্রহন করে। ভূমিকম্প মোকাবিলায় প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমের আওতায় টাংগাইল, রাঙ্গামাটি ও সুনামগঞ্জ, পৌরসভায় এবং রংপুর সিটি কর্পোরেশনে নিয়মিত কার্যক্রম হিসেবে স্কুল ও কমিউনিটি পর্যায়ে মহড়ার আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়মিত মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। নগর স্বেচ্ছাসেবকগণ জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষে ফায়ার সার্ভিস কর্তৃক আয়োজিত ভূমিকম্প ও অগ্নিকান্ড মোকাবিলায় প্রস্তুতি কার্যক্রম সংক্রান্ত মহড়ায় অংশগ্রহণ করে। এবারের প্রতিপাদ্য ছিল: 'মুজিববর্ষের সফলতা, দুর্যোগ প্রস্তুতিতে গতিশীলতা' এই সকল কার্যক্রমের ফলে কুড়িগ্রাম, জামালপুর, টাঙ্গাইল, রাঙামাটি, সুনামগঞ্জ ও রংপুর এলাকায় আনুমনিক ৩ লক্ষ ৫০ হাজার মানুষ সেবা পেয়েছে। প্রতিবেদন সময়কালে ৫ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক দিবস ২০২১ পালিত হয়। এ দিবসে ভূমিকম্প মোকাবিলায় প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমের

আওতায় প্রশিক্ষিত রংপুর ও টাঙ্গাইল হতে ২ জন নগর স্বেচ্ছাসেবক ২০২১ সালের শ্রেষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে পুরস্কৃত হয়।

প্রকল্পের ভূমিকম্প মোকাবিলায় প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমের আওতায় ভূমিকম্প ঝুঁকিহ্রাস কল্পে সুনামগঞ্জ, রাঙ্গামাটি ও টাংগাইল পৌরসভায় এবং রংপুর সিটি কর্পোরেশনের খসড়া আপদকালিন পরিকল্পনা ভেলিডেশনের মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হয়। আপদকালিন পরিকল্পনা অনুসারে নির্ধারিত ভবনসমূহের ডিটেইলড ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যাসেসমেন্ট করা হয়। সুনামগঞ্জ পৌরসভার 'ভূমিকম্প সংবেদনশীল ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা' তৈরী করা হয়।

বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তির আওতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কমিউনিকেশন ও মিডিয়া স্পেশালিস্ট রাঙামাটি পৌরসভায় ভূমিকম্প মোকাবিলায় প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম পরিদর্শন করেন ও প্রশিক্ষিত নগর স্বেচ্ছাসেবকদের সনদ বিতরন করেন। উল্লেখ্য যে, ভূমিকম্প মোকাবিলায় প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমের আওতায় টাংগাইল, রাঙ্গামাটি ও সুনামগঞ্জ, পৌরসভায় এবং রংপুর সিটি কর্পোরেশনে প্রশিক্ষিত সকল নগর স্বেচ্ছাসেবকদের ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স হতে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

উল্লেখ্য যে, এই কার্যক্রমের আওতায় ইতোমধ্যে এর আওতায় ১৯২০ জন নগর স্বেচ্ছাসেবককে ভূমিকম্প সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

রাঙ্গামাটিতে ভূমিধস সতর্কবার্তা প্রচারে নগর স্বেচ্ছাসেবকদের অংশগ্রহণ

সুনামগঞ্জে বন্যা ২০২২ এর ত্রাণ ব্যবস্থাপনায় নগর স্বেচ্ছাসেবকদের অংশগ্রহণ

সুনামগঞ্জে বন্যা ২০২২ এর ত্রাণ ব্যবস্থাপনায় নগর স্বেচ্ছাসেবকদের অংশগ্রহণ

টাঙ্গাইলে অগ্নি নির্বাপনে নগর স্বেচ্ছাসেবকদের অংশগ্রহণ

রংপুরের নারী স্বেচ্ছাসেবকের সেবামূলক কার্যক্রমের স্বীকৃতিস্বরূপ পুরস্কার গ্রহণ

টাঙ্গাইলের পুরুষ স্বেচ্ছাসেবকের সেবামূলক কার্যক্রমের স্বীকৃতিস্বরূপ পুরস্কার গ্রহণ

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহকে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস অন্তর্ভূক্তিমূলক

প্রতিবেদন সময়কালে অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন কর্মসূচির মাধ্যমে দুর্যোগ-সহনশীল অবকাঠামো (বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, আশ্রয়কেন্দ্রে সংযোগ সড়ক ইত্যাদি) তৈরি, মেরামত কার্যক্রম এ ঝুঁকি বিবেচনায় স্কিম নির্বাচন ও প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ক এ্যাডভোকেসী করা হয়। 'দুর্যোগঝুঁকি অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি'র আওতায় উপজেলা পর্যায়ের ১২০ জন কর্মকর্তাকে জলবায়ুসহনশীল কৃষি প্রযুক্তি বিষয়ক পরিচিতি ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ তাদের প্রশিক্ষণ মডিউলে জলবায়ুসহনশীল কৃষি প্রযুক্তি বিষয় অন্তর্ভূক্ত করার পরিকল্পণা করেন। প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব), এনআরপি, জনাব আবু সালেহ্ মোঃ মহিউদ্দিন খাঁ জামালপুরে মাঠ পর্যায়ে দুর্যোগঝুঁকি অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি'র এবং ফ্লাড প্রিপেয়ার্ডনেস প্রোগ্রামের অগ্রগতি পরিদর্শন

করেন। উল্লেখ্য যে, এ পর্যন্ত প্রায় ৮৫০ জন ব্যক্তিকে রেজিলিয়েন্ট জীবিকায়ন ও স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

এপিএ লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে ডিডিএম প্রতিনিধি জামালপুরে দুর্যোগ সহনশীল ক্লাস্টারভিত্তিক ভিটা পরিদর্শন করেন	দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস অন্তর্ভূক্তিমূলক সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনী স্কীমে তৈরী উঁচু ভিটার (কমন গ্রাউন্ড) বিবিধ ব্যবহার

উল্লেখ্য যে, অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন কর্মসূচির মাধ্যমে দুর্যোগসহনশীল অবকাঠামো (বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, আশ্রয়কেন্দ্রে সংযোগ সড়ক ইত্যাদি) তৈরি , মেরামত কার্যক্রম এ ঝুঁকি বিবেচনায় স্কীম নির্বাচন ও প্রকল্প বাস্তবায়নে এনআরপি সহযোগিতা করছে। এর মধ্যে আছে ঈদগাহ মাঠ, বসত বাড়ির ভিটা উচুকরণ, আশ্রয়কেন্দ্র/স্কুল সংযোগ রাস্তা তৈরী ও উচুঁ মাটির কাজ, অবকাঠামোগুলোর স্থায়ীত্ব বাড়াতে ঘাস ও গাছ রোপন, বন্যার স্তর বিবেচনায় রাস্তা উচু করা, রাস্তার স্থায়ীত্বশীলতার জন্য দুই ধারে ভেটিবার ঘাস ও বৃক্ষ রোপন, বক্স কালভার্ট, প্রটেকশন ওয়াল, ফ্লাড শেল্টারের সংযোগ সড়ক নিমার্ণ। উল্লেখিত কার্যক্রম সিআরএ/আরআরএপি'র মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয় এবং তা দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস (DiDRR)

প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচির আওতায় বন্যা-সহনশীল ও প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভূক্তিমূলক মডেল বাড়ি নির্মাণ করে প্রদর্শন করা হয়। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত প্রদর্শনীমূলক প্রতিবন্ধীবান্ধব দুর্যোগ সহনশীল গৃহ নির্মাণের মডেলটির অনুরূপ আরো ১৮ টি গৃহ নির্মাণ করেছে কুড়িগ্রামের একটি স্থানীয় এনজিও।

কুড়িগ্রামে প্রতিবন্ধি ব্যক্তির সংগঠন কোভিড ১৯ টিকাদান কর্মসূচী ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা করে। স্থানীয় পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও প্রতিবন্ধি ব্যক্তির সংগঠনে সন্ধান ও উদ্ধার সামগ্রী বিতরণ করা হয়। অন্তর্ভুক্তিমূলক দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস (DiDRR) কর্মসূচির অ্যাডভোকেসীর মাধ্যমে চিলমারি উপজেলার সমাজসেবা অফিসে প্রতিবন্ধি প্রবেশগম্যতার ফিচার স্থাপন করা হয়। উল্লেখ্য এই কর্মসূচীর আওতায় এপর্যন্ত ১৩৩ জন প্রাথমিক সাড়াপ্রদানকারী ও বিভিন্ন পর্যায়ের ৪০ টি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে অন্তর্ভুক্তিমূলক দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস (DiDRR) বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

কুড়িগ্রামে প্রদর্শনীমূলক প্রতিবন্ধীবান্ধব দুর্যোগ সহনশীল গৃহ	প্রদর্শনীমূলক প্রতিবন্ধীবান্ধব দুর্যোগ সহনশীল গৃহের বিস্তার

রেজাল্ট শেয়ারিং:

ফ্লাড প্রিপেয়ার্ডনেস প্রোগ্রাম ও ভূমিকম্প মোকাবিলায় প্রস্তুতিমূলক সংক্রান্ত পাইলটিং কার্যক্রম এর ওপর রেজাল্ট শেয়ারিং সেমিনার আয়োজন করা হয়। সেমিনারে সরকারি, বেসরকারি ও উন্নয়ন সহযোগি কর্মকর্তা অংশগ্রহণ এবং মতামত প্রদান করেন। আলোচক এবং অংশগ্রহণকারীগণ মডেল হতে প্রাপ্ত বন্যার আগাম সতর্কবার্তা জনগোষ্ঠী পর্যায়ে পৌঁছানুর মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতি আরও কমিয়ে আনা যাবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এছাড়াও সেমিনারে ভূমিকম্প মোকাবিলায় প্রস্তুতি মডেলের যথাযথ বাস্তবায়নের সুপারিশ করা হয়।

উন্নয়ন সহযোগি সুইডেন এ্যাম্বাসেডর কুড়িগ্রামে প্রকল্পের ফ্লাড প্রিপেয়ার্ডনেস প্রোগ্রাম, অন্তর্ভুক্তিমূলক দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস (DiDRR) কর্মসূচি ও দুর্যোগঝুঁকি অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি’র কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এছাড়াও এপিএ’র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ডিডিএম কর্মকর্তাবৃন্দ ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রামের রাঙ্গামাটি, কুড়িগ্রাম ও জামালপুরে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

রংপুর সিটি কর্পোরেশনে ভূমিকম্প ঝুঁকি মোকাবিলায় প্রস্তুতিমূলক সংক্রান্ত পাইলটিং কার্যক্রমের লার্নিং শেয়ারিং মিটিং আয়োজন করা হয়। উক্ত মিটিং সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন রংপুর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বিভাগের কর্মকর্তা, নগর স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব), এনআরপি, জনাব আবু সালেহ্ মোঃ মহিউদ্দিন খাঁ। উক্ত সভায় ভূমিকম্প মোকাবিলায় প্রস্তুতি মডেলটি পুরো রংপুর সিটি কর্পোরেশনে বিস্তৃত করার সুপারিশ করা হয় এবং রংপুরে ভূমিকম্প ঝুঁকি বিবেচনায় সকলের সচেতনা ও দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। জামালপুরের ইসলামপুরে দুর্যোগঝুঁকি অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি’র এবং ফ্লাড প্রিপেয়ার্ডনেস প্রোগ্রামের উপজেলা পর্যায়ে লার্নিং ও শেয়ারিং সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় পর্যায়ে এনআরপি’র রেজাল্ট শেয়ারিং সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন সচিব মহোদয়	রংপুর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, এফএসসিডি’র প্রতিনিধি, ডিআরআরও এবং অন্যান্যদের অংশীজনের সাথে কনসাল্টেশন

উন্নয়ন সহযোগিদের মাঠ পরিদর্শন ও কমিউনিটি পর্যায়ে মত বিনিময়	এপিএ লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে ডিডিএম প্রতিনিধি কুড়িগ্রামে বন্যা প্রস্তুতি কার্যক্রমের স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দের সাতে মিটিং